সংবাদ

তারিখ 23 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য যাচাই করবে ব্যানবেইস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এখন থেকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন সেকশন ও শাখা খোলা, বিষয় অনুমোদন, একাডেমিক স্বীকৃতি ও পাঠদানের অনুমতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যাচাই করবে জাতীয় শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। শিক্ষা বোর্ডগুলোর অনিয়ম, ঘুষপ্রীতি ও হয়রানি বন্ধে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম শুরুও করেছে ব্যানবেইস।

ব্যানবেইস পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

অভিযোগ রয়েছে, ঘুষ ও অনৈতিক চাহিদা পূরণ না করলে শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন করেও মনগড়া প্রতিবেদন দেন। তবে ঘুষ কিংবা অনৈতিক চাহিদা পূরণ করলে এসব প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বেশি দেখিয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, যাতে সহজে শাখা খোলা, একাডেমিক স্বীকৃতি ও বিষয় অনুমোদন পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা বোর্ডগুলোর এই ধরনের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা চলে আসছে। আর অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এই ধরনের সুবিধা পেয়ে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তিও নিয়ে যাচ্ছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের অনিয়মের বিষয়ে অবহিত হয়ে আসছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রতিবেদনেও মাঝেমধ্যে এসব জালিয়াতির তথ্য ধরা পড়েছে। এজন্য এবার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মন্ত্রণালয়।

ব্যানবেইসকে এই দায়িত্ব দেয়ার কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, ব্যানবেইসের হাতে রয়েছে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অবকাঠামোগত সুবিধার সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত রয়েছে।

একজন শিক্ষক নেতা সংবাদকে বলেন, 'বোর্ডের কর্মকর্তারা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনের জন্য গেলে তাদের আপ্যায়ন করতে হয়, চাহিদা অনুযায়ী যাতায়াত ভাড়া দিতে হয়। অন্যথায় প্রতিবেদনে মিথ্যা তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে ওই কাজ আটকে যায়।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নতুন শাখা অনুমোদন, একাডেমিক স্বীকৃতি নবায়ন ও পাঠদান অনুমতি সংক্রান্ত শত শত আবেদন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় জমা পড়েছে। এগুলোর অনুমোদন পেতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানরা নিয়মিত এসে তদবির করছেন মন্ত্রণালয়ে।